

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ আবুল কালাম আজাদ
তারিখ : ০৪/০৯/২০২২ খ্রি.; সময় সকাল ০৯:০০ ঘটিকা।
সভার স্থান: জেলা মৎস্য কর্মকর্তার সম্মেলন কক্ষ
সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' এ প্রদর্শিত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতপর: সভাপতির অনুমতিক্রমে সিনিয়র সহকারী পরিচালকের সঞ্চালনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আলোচনা ও সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার আওতায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholder S) অংশগ্রহণে নিয়মিত সভা করা	সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত দপ্তরে আগত নানা ধরনের সুফলভোগী ও অন্যান্য অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা করে তাদের প্রতিভাব যাচাই করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে করে সেবা প্রদানের অন্তরায় দূর হয়, সেবার মানোন্নয়ন ঘটে, অংশীজনের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি হয়। কাজেই সব দপ্তরে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক নিয়মিত সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা করার বিষয়টি আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ জানান, শীগ্রই এ ত্রৈমাসিকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা সম্পন্ন করা হবে। ভবিষ্যতেও প্রতি ত্রৈমাসিকে একটি করে সভা করার বিষয় আলোচনা হয়।	সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে প্রতি ত্রৈমাসিকে একটি করে সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জেলা ও সিনিয়র উপজেলা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ (সকল)।
২.	সিটিজেনচার্টার হালনাগাদকরণ ও সেবা সহজীকরণ	প্রতি ত্রৈমাসিকে নিয়মিত সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণ, দপ্তরের দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের জন্য টাঙিয়ে রাখা এবং ওয়েবপোর্টালেও হালনাগাদকৃত সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করার বিষয় গুরুত্বের সাথে আলোচনা হয়। নিরপেক্ষতার সাথে দ্রুত সেবা প্রদান, সহজে সেবা প্রদান এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে দাপ্তরিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে তৎপর থাকার বিষয়ে আলোচনা হয়। সেবা সহজীকরণ তথা জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ, ই-পরামর্শ সেবা বা ই-তথ্যসেবা চালু করা, স্ব স্ব ওয়েবপোর্টালে বিভিন্ন মৎস্যপ্রযুক্তি ও সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে দ্রুত সেবা প্রদান করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	প্রতি ত্রৈমাসিকে নিয়মিত সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণ, দপ্তরের দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের জন্য টাঙিয়ে রাখা এবং ওয়েবপোর্টালেও হালনাগাদকৃত সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দ্রুত জনগণের হাতের মুঠোয় সেবা পৌঁছানো তথা সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে যেকোন অর্জনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জেলা ও সিনিয়র উপজেলা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ (সকল)।
৩.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তা নিয়োগ এবং এ সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও	জেলা ও সিনিয়র উপজেলা/ উপজেলা

		প্রকাশ করার বিষয়ে আলোচনা হয়। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১৫ (পরিমার্জিত-২০১৮) অনুযায়ী অনলাইন/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ যথাসময়ে নিষ্পত্তি করার এবং নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্ধারিত ফরম্যাটে নিষ্পত্তি প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের প্রথম ০৪ দিনের মধ্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	আপিল কর্মকর্তা নিয়োগ এবং এ সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অনলাইন/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ যথাসময়ে নিষ্পত্তি করার এবং নির্ধারিত ফরম্যাটে নিষ্পত্তি প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের প্রথম ০৪ দিনের মধ্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	মৎস্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ (সকল)।
৪.	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসরণে অনলাইনে তথ্য প্রদান এবং স্ব স্ব ওয়েবপোর্টালে উপজেলার মৎস্য বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ এবং তথ্য প্রাপ্তির আবেদন যথাসময়ে নিষ্পত্তি ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ	তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সরকার তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়ন করেছে। এ আইনের ৬ ধারা মোতাবেক, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্য হয়, এভাবে সূচিবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচারের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তথ্য সরবরাহের এই উদ্যোগকে ফলপ্রসূ করতে “বদলে গেছে দিন, অনলাইনে তথ্য নিন”- বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। তৎপ্রেক্ষিতে প্রতিটি অফিসের সরকারি ওয়েবপোর্টাল রয়েছে। এমতাবস্থায়, উপজেলা মৎস্য অফিসগুলির ওয়েবপোর্টালে অনলাইনে মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের জন্য তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিতকরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে প্রতিটি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নাগরিকগণের আবেদনের ভিত্তিতে যথা সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান করার বিষয়ে আলোচনা হয়। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে ২০ কার্যদিবস বা অন্য ইউনিট তথ্য প্রদানের সাথে যুক্ত থাকলে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে বা তথ্য প্রদানে অপারগ হলে ১০ কার্যদিবসে যথাযথ নিয়মে জানিয়ে দেওয়ার বাধ্যবাধকতার বিষয়টি আলোচনা করা হয়। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উর্ধ্বতন কার্যালয়ে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	১. স্ব স্ব ওয়েবপোর্টালে উপজেলার মৎস্য বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বিধিবিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি করা এবং উর্ধ্বতন কার্যালয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জেলা ও সিনিয়র উপজেলা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ (সকল)

সভার এজেন্ডা অনুযায়ী আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত করেন।



(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
নাটোর
ও
সভাপতি
জেলা এপিএ কমিটি।

পত্র নং: ৩৩.০২.৬৯০০.৪০০.৮১.০০১.২১-২৭৩

তারিখ: ০৪/০৯/২০২২ খ্রি.

অনুলিপি বিতরণ: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

০১. উপপরিচালক (প্রশাসন), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।

০২. উপপরিচালক, বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

০৩. সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সকল), উপজেলা, নাটোর জেলা।

০৪. খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার, নাটোর সদর/কারবালা, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

০৫. মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা(সকল), নাটোর।


০৬. সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা (সকল), নাটোর।

০৭. জনাব মৎস্যচাষি/ মৎস্যজীবী/ মৎস্য খাদ্য
সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স গ্রহীতা/ হ্যাচারী মালিক।

০৮. জনাব মৎস্য পণ্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি ও
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, নাটোর।

০৯. জনাব....., অত্র দপ্তর।

১০. সংশ্লিষ্ট নথি।


০৪.০৯.২০২২
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
নাটোর
ও
সভাপতি
জেলা এপিএ কমিটি।